জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা – জানুয়ারি/০৩

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* বান কি মুনের জাতীয় ঐক্যের ওপর আন্ত-ফিলিস্তিন সংলাপ পুনরায় শুরুর আহবান
* ইরানের পরমাণু ইস্যুর ব্যাপারে ‘চূড়ান্ত সময়সীমা’ নির্ধারণের জন্য আহবান
* জাতিসংঘ মহাসচিবের ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিবরণ প্রকাশ
* নেপাল: প্রাকৃতিক পরিবেশের দ্রুত অবনতি প্রবৃদ্ধিকে হ্রাস করতে পারে: জাতিসংঘ প্রতিবেদনে সতর্কবাণী
* জাতিসংঘ প্রধান হিসেবে বান কি মুনের প্রথম বিদেশ সফর

বান কি মুনের জাতীয় ঐক্যের ওপর আন্ত-ফিলিস্তিন সংলাপ পুনরায় শুরুর আহবান

৩০ জানুয়ারি- গৃহযুদ্ধ অবসানে গাজায় যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হওয়ার পর জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন আজ ফিলিস্তিনের সব পক্ষকে জাতীয় ঐক্যের জন্য আলোচনা পুনরায় দ্রুত শুরু করার আহবান জানান। গত মাসে ফিলিস্তিনিদের নিজেদের মধ্যকার এই সহিংসতায় ৪০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়।

মুখপাত্র মিশেল মন্টাজ কর্তৃক প্রকাশিত এক বিবৃতিতে জনাব বান একটি নাজুক ও উদ্বেগজনক পরিস্থিতিকে শান্ত করতে মিশরের অব্যাহত প্রচেষ্টার জন্য দেশটির প্রশংসা করেন।

তিনি যুদ্ধবিরতি শর্তাবলি মেনে চলার জন্য সব পক্ষের প্রতি আহবান জানান এবং জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার স্বার্থে জাতীয় সংলাপের প্রক্রিয়ার দ্রুত পুনরায় শুরুর আহবান জানান।

গত সপ্তাহে নিরাপত্তা পরিষদকে মধ্য প্রাচ্য পরিস্থিতির মাসিক হালনাগাদ তথ্য প্রদানকালে রাজনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত অধস্তন মহাসচিব ইব্রাহিম গাম্বারি বলেন, অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূ-খণ্ডের পরিস্থিতি ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ ও জাতীয় ঐক্যকে সংহত করার প্রচেষ্টা পুনরায় শুরু করা এ দু’য়ের মধ্যে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। মধ্য ডিসেম্বর এবং পুনরায় জানুয়ারির শুরুতে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে উত্তেজনা চরমে পৌঁছে এবং এর ফলে ৪৩ জন মানুষ মারা যায়।

দুঃখজনক ঘটনার মধ্যে রয়েছে স্কুলে যাবার সময় তিনজন শিশুর মৃত্যু। আঞ্চলিক সফর থেকে প্রধানমন্ত্রী ইসমাইল হানিয়া ফিরে আসার সময় রাফা টার্মিনালের কাছে বন্দুকধারীদের মধ্যে গুলি বিনিময়ের সময় তারা নিহত হয়। এবং গাজার এক কর্মকর্তার বাড়ি অবরুদ্ধ করার ফলে উক্ত কর্মকর্তা ও আরো অনেক নিহত হয়।

তিনি আরো বলেন, অভ্যন্তরীণ সহিংসতা নেতিবাচক রাজনৈতিক বাগাড়ম্বর ও হুমকি, এবং স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক দলগুলোর শক্তিবৃদ্ধির কারণে আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ইরানের পরমাণু ইস্যুর ব্যাপারে ‘চূড়ান্ত সময়সীমা’ নির্ধারণের জন্য আহবান

২৯ জানুয়ারি- জাতিসংঘ আণবিক শক্তি সংস্থা ইরানের পরমাণু ইস্যুর ব্যাপারে ‘চূড়ান্ত সময়সীমা’ নির্ধারণের আহবান জানিয়েছে। এ সময়সীমার মধ্যে ইরান ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের কাজ স্থগিত করবে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেবে। ইরান এ কর্মসূচিকে শক্তি উৎপাদনের জন্য বললেও অন্যান্যরা একে পরমাণু অস্ত্র তৈরির জন্য বলে মনে করে।

জাতিসংঘ আণবিক শক্তি সংস্থার (আই.এ.ই.এ.) মহাপরিচালক মোহাম্মদ আল বারাদি সুইজারল্যান্ডের ডাভোসে বেশ কয়েকটি সাক্ষাৎকারে জোর দিয়ে বলেন, এ সমস্যা সমাধানের প্রধান উপায় হল ইরান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং উত্তর কোরিয়ার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ। ডাভোসে জনাব বারাদি বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের বৈঠকে যোগদান করছেন।

আমি সবপক্ষের প্রতি একই সাথে একটি "চূড়ান্ত সময়সীমা" নির্ধারণের আহবান জানাচ্ছি। ইরানের উচিত সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রম বন্ধ করা এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উচিত নিষেধাজ্ঞা আরোপ স্থগিত রাখা এবং উভয় পক্ষের উচিত অনতিবিলম্বে আলোচনা টেবিলে যাওয়া।

তিনি বলেন, "আসলে পন্থা হল সংলাপ আলোচনা"। ইরানের পরমাণু কর্মসুচির উদ্দেশ্য অস্ত্র তৈরি একথা বলে গত মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা আরোপের জন্য নিরাপত্তা পরিষদে এক প্রচেষ্টায় সফলভাবে নেতৃত্ব দেয়। তবে এ অভিযোগ ইরান বরাবরই অস্বীকার করে আসছে।

সাম্প্রতিক প্রতিবেদনগুলোতে জনাব এল বারাদি বলেন, যদিও আই.এ.ই.এ পরমাণু সামগ্রীকে পরমাণু অস্ত্র বা অন্যান্য পরমাণু বিস্ফোরক রূপান্তরিত করতে দেখেননি, তবে তারা এই সিদ্ধান্তেও পৌঁছুতে পারছেন না যে ইরানে কোন অঘোষিত পরমাণু সামগ্রী বা পরমাণু কার্যক্রম নেই।

পরমাণু অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তির (এন.পি.টি.) বরখেলাপ করে গত ১৮ বছর যাবৎ ইরান তার পরমাণু কার্যক্রম গোপন রেখেছে– ২০০৩ সালে এ কথা ফাঁস হওয়ার পর এ সংকটের সুচনা হয়।

ড. এল বারাদি বলেন, উত্তর কোরিয়া একটি ভাল দৃষ্টান্ত। জনাব বারাদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যকার আলোচনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। " বছরের পর বছর এ ক্ষেত্রে কোন অগ্রগতি হচ্ছে না। কেবল যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উত্তর কোরিয়ার সাথে সরাসরি আলোচনা করল, তখন আমরা একটি ইতিবাচক ফলাফল পেলাম। যদি আমরা উত্তর কোরিয়ার সাথে আলোচনা করতে পারি, তাহলে ইরানিদের সাথেও আমাদের আলোচনা করতে পারা উচিত। সি.এন.এন.-কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি আশা প্রকাশ করেন ৫ মার্চ আই.এ.ই.এ'র সদরদপ্তর ভিয়েনায় শুরু হওয়া আই.এ.ই.এ'র পরিচালনা পরিষদের পরবর্তী বৈঠকে তিনি ইরানে পরমাণু রক্ষাকবচ বাস্তবায়নের ব্যাপারে ইতিবাচক প্রতিবেদন পেশ করতে সক্ষম হবেন।

তিনি আরও বলেন, আমি বলতে চাই যে আমরা সঠিক পথে রয়েছি। সঠিক পথ হল সংলাপ, আলোচনা....ইরানের সমস্যা সমাধানের প্রধান উপায় হল ইরান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ। যদি আমি নেতিবাচক প্রতিবেদন পেশ করি এবং যদি উভয়পক্ষে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাহলে আমরা ভুল করব।

ইরান ৩৮ জন আই.এ.ই.এ. পরিদর্শককে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে এ সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে ড. এল বারাদি সি.এন.এন. কে বলেন, তেহরান পরিদর্শকদের নিষিদ্ধ ঘোষণা করেননি তবে তাদের সংখ্যা হ্রাস করতে চেয়েছে। এর ফলে আমরা যে নমনীয়তা উপভোগ করছিলাম তা কিছুটা খর্ব হয়েছে, তবে তেহরানে আমাদের ১০০ এর বেশি পরিদর্শক রয়েছে, যা আমাদের কাজ সম্পন্ন করার জন্য যথেষ্ট।

আমরা যাতে আমাদের কাজ করতে পারি এবং দেখাতে পারি যে ইরানিরা স্বচ্ছ ও সক্রিয় সেজন্য ইরানিদের স্বার্থেই ইরানিদের উচিত আমাদেরকে কাজ করতে দেওয়া।

জাতিসংঘ মহাসচিবের ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিবরণ প্রকাশ

২৬ জানুয়ারি– জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন ২০০৬ সালের তার ব্যক্তিগত সম্পত্তির হিসাব নিকাশ আজ সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করেছেন। এর মাধ্যমে মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি যে অঙ্গীকার করেছিলেন তা পালন করলেন। বাইরের একটি আর্থিক ও হিসাব নিরীক্ষা কোম্পানির নিকট পর্যালোচনার জন্য এটি পেশ করার পর তিনি তা প্রকাশ করলেন।

প্রাইসওয়াটার হাউস কুপারসে (পিডাবি-উসি) জনাব বানের ব্যক্তিগত সম্পত্তির সম্পর্কিত বিবৃতি গোপনে পর্যালোচনা করে দেখেছে যে জাতিসংঘের ব্যক্তিগত সম্পত্তির হিসাব-নিকাশ প্রকাশ সংক্রান্ত কর্মসূচি পালনের ক্ষেত্রে জাতিসংঘ মহাসচিবের আর কোন কাজই অবশিষ্ট নেই। সংস্থার কর্মকর্তারা তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির হিসাব সংক্রান্ত যে বিবৃতি জমা দিয়েছি তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখার জন্য জাতিসংঘ এ কোম্পানিকে ভাড়া করে।

এ কর্মসুচির অধীনে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিবরণ সর্বসাধারণের জন্য প্রকাশ করা বাধ্যতামুলক নয়, বরং মহাসচিব ইচ্ছে করলে তা প্রকাশ করতে পারেন। জাতিসংঘের নৈতিকতা দপ্তর এ কর্মসুচি পরিচালনা করে।

জাতিসংঘের ২০০০ কর্মকর্তার ওপর ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিবরণ জমাদান বাধ্যতামুলক। প্রাক্তন মহাসচিব কফি আনানের সময় অধিকতর জবাবদিহিতা তৈরির জন্য যে পদক্ষেপগুলো নেয়া হয়েছিল এটি তার একটি। প্রাক্তন মহাসচিব তার সম্পত্তির বিবরণ পেশ করলেও এর বিষয়বস্তু সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করেননি।

এ মাসের গোড়ার দিকে ওয়াশিংটন ডিসিতে সেন্টার ফর স্ট্রাটেজিক এন্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ এ প্রদত্ত এক ভাষণে জনাব বান বলেন, তিনি পর্যালোচনা ও সর্বসাধারণের নিকট প্রকাশের জন্য তার ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিবরণ উপস্থাপন করবেন। জাতিসংঘ চারিত্রিক শুদ্ধতা ও নৈতিক আচরণের সর্বোচ্চ মানদ� প্রতিষ্ঠার জন্য তার লক্ষ্য অর্জনে 'দৃষ্টান্ত স্থাপনের' উদ্দেশ্যে তিনি এটি করবেন।

জনাব বানের বিবৃতিতে গত বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যকার সময়ের উলে-খ রয়েছে। ব্যক্তিগত ধন-সম্পত্তির সংক্রান্ত এ বিবৃতি জাতিসংঘ মহাসচিবের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে এবং নিরাপত্তাজনিত কারণে কিছু ব্যক্তিগত বিবরণ সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

এতে বলা হয জনাব বান ও তার স্ত্রী ইয়ো মুন টেকের দক্ষিণ কোরিয়ায় একটি অ্যাপার্টমেন্ট এবং আরো দু'টি জমি রয়েছে। তাদের তিনটি ব্যাংক এ্যাকাউন্ট রয়েছে এবং প্রতি অ্যাকাউন্টে ১০০০০ ডলারের কিছু বেশি টাকা রয়েছে। এ সম্পত্তির স্টক মার্কেটে কোন শেয়ার নেই এবং গত বছর ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিক্রয়ের মাধ্যমে ১০ হাজার ডলার লাভ করা ছাড়া তাদের আর কোন লাভ হয়নি।

২০০৬ সালে জনাব বান দক্ষিণ কোরিয়ার সরকারের কাছ থেকে বেতন পেয়েছেন, কেননা গত বছরের অধিকাংশ সময় তিনি সে দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

নেপাল: প্রাকৃতিক পরিবেশের দ্রুত অবনতি প্রবৃদ্ধিকে হ্রাস করতে পারে: জাতিসংঘ প্রতিবেদনে সতর্কবাণী

২৫ জানুয়ারি- নেপালের পরিবেশ বিপর্যয় রোধে অনতিবিলম্বে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন যা রাজধানী কাঠমান্ডুর অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে। আজ প্রকাশিত জাতিসংঘ সমর্থিত প্রতিবেদনে এ সতর্কবাণী ব্যক্ত করা হয়।

'কাঠমান্ডু উপত্যকার পরিবেশগত দৃশ্য' শীর্ষক এক প্রতিবেদনে বলা হয় ভবিষ্যতে কাঠমান্ডুর উন্নতি অব্যাহত থাকবে, কিন্তু যদি যৌক্তিক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন করা না হয়, তাহলে এর উন্নতি পরিবেশগত দৃষ্টিকোণ থেকে এক দুঃস্বপ্নে পরিণত হবে। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসুচি (ইউনেপ), নেপাল সরকার ও সমন্বিত পার্বত্য উন্নয়ন বিষয়ক কেন্দ্রের মধ্যকার সহযোগিতার ফলে এ প্রতিবেদন তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

প্রতিবেদনে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক ও জনসংখ্যাগত চাপের কথা বলা হয়। যেমন: ক্রমবর্ধমান নগরায়ন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অবাধ ও অপরিকল্পিত ভুমি উন্নয়ন এবং সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অভাব উক্ত অঞ্চলের পরিবেশগত বিপর্যয়ের অন্যতম প্রধান কারণ।

প্রতিবেদনে বলা হয়, কঠিন ও তরল আবর্জনা ব্যবস্থাপনা উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যথাযথ অবকাঠামো বা সেবার ব্যবস্থা ছাড়াই এখানে সেখানে শহর গড়ে ওঠায় এ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। যথাযথ পয়ঃনিষ্কাশন ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাবে মলমুত্র ও আবর্জনা নদীতে ফেলা হচ্ছে।

কাঠমান্ডুর বাতাসও দ্রুত দুষিত হয়ে যাচ্ছে। প্রধানত এর জন্য দায়ী গাড়ির কালো ধোঁয়া। ১৯৯৩-২০০১ সালের মধ্যে বাতাসে কালো ধোঁয়ার পরিমাণ চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বাতাসে পি.এম ১০ এর ঘনত্ব ৩৮ শতাংশ। এ দুষিত বাতাসে কঠিন অথবা তরল আকারে থাকতে পারে।

স্বাস্থ্য ও পর্যটনের ওপর বায়ু দুষণের মারাত্মক ক্ষতিকারক প্রভাব রয়েছে। বায়ু দুষণের ফলে প্রতিবছর প্রায় ১৬০০ মানুষের অকাল মৃত্যু ঘটে এবং এক পর্যটক জরিপে দুষণকে এক নাম্বার সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যে খাতে উন্নয়ন প্রয়োজন।

পানি দুষণ কাঠমান্ডু উপত্যকায় জনস্বাস্থ্যের প্রতি সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, কঠিন বর্জ্য ও গৃহস্থালি ও শিল্প কারখানর আবর্জনা নদীতে ফেলার ফলে নদীর পানি দুষিত হয়ে পড়ছে এবং বিভিন্ন পানিবাহিত রোগ যেমন: ডায়েরিয়া, আমাশয়, কলেরা এবং চর্ম রোগের সৃষ্টি হচ্ছে।

প্রতিবেদনে পরিবেশগত বিপর্যয়রোধে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে উন্নত পরিকল্পনা ও অঞ্চল ভাগ করা, উন্নত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামোগত ও কারিগরি পদক্ষেপ গ্রহণ, সমন্বয় ও আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধন। এতে কম্যুনিটিকে উদ্বুদ্ধ করার ওপরও জোর দেয়া হয়েছে। বিশেষত এ অঞ্চল দুর্যোগপ্রবণ এলাকা হওয়ায় এ পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি। প্রতিবেদনে বলা হয়, ভুমিকম্পের ফলে মারাত্মক বিপর্যয় ঘটার সম্ভাবনার কারণে এসব পদক্ষেপের অনেকগুলোই কেবল মানুষের স্বাস্থ্য, পর্যটনের উন্নয়ন ও মানুষের জীবনমানের জন্যই কেবল গুরুত্বপুর্ণ নয় বরং জীবন রক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক।

জাতিসংঘ প্রধান হিসেবে বান কি মুনের প্রথম বিদেশ সফর

২৪ জানুয়ারি-বিশ্বের এক নং কুটনীতিবিদ হওয়ার পর জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন আজ তার প্রথম বিদেশ সফরে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতৃবন্দের সাথে সাক্ষাতের জন্য ব্রাসেলস গিয়েছেন। বলকান, সুদানের যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দারফুর অঞ্চল, সোমালিয়া ও আইভরি কোস্টের সংকট থেকে শুরু করে জলবায়ু পরিবর্তন ও মানবাধিকার সব আন্তর্জাতিক বিষয়েই তারা আলোচনা করবেন।

ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট জোসে ম্যানুয়াল ব্রাসোর সাথে বৈঠক শেষে জনাব বান সাংবাদিকদের বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও জাতিসংঘের মধ্যে অত্যন্ত দৃঢ় অংশীদারিত্ব রয়েছে এবং আমি জাতিসংঘের কাজের জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের অবদানকে অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ মনে করি।

তিনি বলেন, আমাদের উদ্দেশ্য ও আদর্শ একই: সারা বিশ্বে শান্তি ও অগ্রগতি প্রতিষ্ঠা ও মানবাধিকার রক্ষা। এক্ষেত্রে তিনি সারাবিশ্বে জাতিসংঘ কার্যক্রম পরিচালনায় ই.ইউ.-এর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সহযোগিতার ওপর জোর দেন। এর মধ্যে রয়েছে উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং এইচআইভি/এইডসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

সাধারণ বৈদেশিক ও নিরাপত্তা নীতি সংক্রান্ত ই.ইউ. উচ্চ প্রতিনিধি জেভিয়ার সোলানার সাথে আলোচনার পর তিনি বলেন, আমাদের অবস্থান একই স্থানে।

উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থার (ন্যাটো) মহাসচিব জাপ জি হুপ স্কেফারের সাথে সাক্ষাতের পর জনাব বান বলেন, জাতিসংঘের ম্যান্ডেটের অধীনে ও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় আফগানিস্তান ও কসোভোয় শান্তি প্রতিষ্ঠায় ন্যাটো যে অবদান রেখেছে তাতে তিনি অত্যন্ত আশ্বস্ত ও উৎসাহিত বোধ করছেন।

তিনি আরো বলেন, কিভাবে সাংগঠনিক পর্যায়ে সহযোগিতা আরো বৃদ্ধি করা যায়, সে ব্যাপারে আমি কাউন্সিল সদস্য এবং মহাসচিব স্কেফারের সাথে আলোচনা করেছি।

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য ইতালি মৃত্যুদণ্ডাদেশ বিলম্বিত/মুলতবি করার আইনসম্মত অধিকার অর্জনের জন্য যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সে সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা হলে জাতিসংঘ মহাসচিব বলেন, ধীরে ধীরে মৃত্যুদণ্ডাদেশকে নিষিদ্ধ করার একটা

প্রবণতা দেখা যাচ্ছে এবং একে আমি সমর্থন করি।

গত জানুয়ারি মাসের ১ তারিখে জনাব আনান জাতিসংঘের প্রধান হিসেবে কফি আনানের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। তিনি আগামীকাল প্যারিসে একটি দাতা সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন।

গত গ্রীষ্মে ইসরায়েল ও হিজবুল-াহর মধ্যকার সংঘাতে বিধ্বস্ত লেবাননকে যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করার জন্য এ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। একে তিনি সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ ক্ষেত্রগুলোর একটি হিসেবে বিবেচনা করেন, যেখানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মনোযোগ ও সহযোগিতা প্রয়োজন।

প্যারিস থেকে তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গো যাবেন। সেখানে তিনি প্রেসিডেন্ট যোসেফ কাবিলা ও অন্যান্য উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা এবং জাতিসংঘের সর্ববৃহৎ শান্তিরক্ষী মিশনের সদস্য ও কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলবেন। তিনি সেখানকার জাতীয় পরিষদে ভাষণ দেবেন এবং কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট সাসো এগুরেসর সাথে সংক্ষিপ্ত সাক্ষাতের জন্য ব্রাজাভিলা যাবেন।

এরপর তিনি আফ্রিকান ঐক্য সংস্থার সম্মেলনে যোগদানের জন্য ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবায় যাবেন। সেখানে তিনি সুদানের প্রেসিডেন্ট ওমর আল বশিরের সাথে দেশটির সংকট নিয়ে আলোচনা করবেন এবং চাদ, সোমালিয়া ও আইভরি কোস্টের সংঘাত নিয়ে আফ্রিকার নেতাদের সাথে আলোচনা করবেন।

নাইরোবিতে গিয়ে তিনি তার আফ্রিকা সফর সমাপ্ত করবেন। সেখানে তিনি মওয়াই কিবাকির সাথে দেখা করবেন। এরপর তিনি আন্তর্জাতিক আদালত (আইসিজে), আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত (আইসিসি) এবং হেগে প্রাক্তন যুগোস্-াভিয়ার জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক ফৌজদারি বিচারালয় পরিদর্শনের জন্য নেদারল্যান্ড যাবেন।

এরপর তিনি মধ্যপ্রাচ্য পক্ষচতুষ্টয়-জাতিসংঘ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে বৈঠকের জন্য ওয়াশিংটন রওনা হবেন। মধ্যপ্রাচ্য পক্ষচতুষ্টয় মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার দ্বিরাষ্ট্র সমাধান চায়, যেখানে ইসরাইলি ও ফিলিস্তিনিরা পাশাপাশি শান্তিতে বসবাস করবে।

** ** **